প্রশ্ন করাতেই শ্রীভগবানের প্রভাময় চরিত্রবর্ণনে প্রবর্ত্তিত হইলাম। অতএব তুমি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াও আমার প্রতি কৃপাই করিয়াছ। তুমি যদি এইরূপ প্রশ্ন না করিতে, তাহা হইলে আমি শ্রীহরিকথা-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতাম না। হরিকথা বর্ণনেই আত্মার কৃতার্থতা ঘটিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪১ ॥

অগ্রেচ সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয়েন—শ্রীনারায়ণ পরাবেদা ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥ শ্রীনারায়ণ এব উপাস্যত্বেন পরঃ তাৎপর্য্যবিষয়ো যেষাং তে বেদাঃ। নম্বন্যেহপি দেবাস্তত্রোপাস্যত্বেনা-ভিধীয়ন্তে সত্যং, তেহপি নারায়ণাঙ্গ-প্রভবত্বেনৈব তথাবর্ণ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যেহপি তদাশ্রয়া লোকাস্তৎ-প্রাপ্তি-হেতবোহন্যে মখাশ্চ তে তৎপরা এব তদানন্দাংশাভাসরূপত্বাৎতৎ-সাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। তথাযোগোহষ্টাঙ্গঃ সাংখ্যঞ্চ তৎসাধ্যং তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং তৎসাধ্যং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ তৎপরং তদীয়সামান্যকার প্রকাশত্বাত্তজ্জ্ঞানস্য যোগত-পসোস্তৎস্যধতত্বাচ্চেতি ভাবঃ। কিংবহুনা গতিস্তৎপ্রাপ্য-ব্রহ্মাপি তৎপরা—তৎসামান্যকার প্রকাশত্বেন তদধীনাবির্ভাবত্বাৎ। তদুক্তং শ্রীমৎস্যদেবেন সত্যব্রতং প্রতি—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদীতি ॥ ২ । ৫ ॥

শ্রীব্রহ্মা নারদং ॥ ৪১-৪২ ॥

এই ব্রহ্মা-নারদ সংবাদে ২।৫।১৫—১৬ শ্লোকে সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় দ্বারাও শ্রীভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। "নারায়ণপরা বেদাঃ দেবাঃ নারায়ণাঙ্গজাঃ। নারায়ণ পরা লোকাঃ নারায়ণপরাঃ মখাঃ॥ নারায়ণ পরো যোগো নারায়ণপরংতপঃ। নারায়ণপরংজ্ঞানং নারায়ণ পরাগতিঃ॥" শ্লোকার্থ শ্রীস্বামীপাদই করিতেছেন—নিখিল বেদের শ্রীনারায়ণই উপাস্যরূপে শ্রেষ্ঠতাৎপর্য্য ছিল। অর্থাৎ নিখিলবেদ শ্রীনারায়ণকেই পরম উপাস্যরূপে প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাতে একটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে—সেই বেদে অন্যান্য দেবতাও উপাস্যরূপেও বর্ণিত আছেন; তবে কেমন করিয়া "সকল বেদ একমাত্র নারায়ণকেই প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত" এইরূপ বলা চলে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"সত্যই বেদে অন্যান্য দেবতাগণেরও উপাসনার কথা বর্ণিত আছেন। কিন্তু সেই সকল দেবতাও "দেবাঃ নারায়ণাঙ্গজাঃ" সেই সকল দেবতাও শ্রীনারায়ণেরই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া বেদে তাহাদেরও উপাসনার কথা বর্ণন করা হইয়াছে। "নারায়ণপরালোকাঃ" স্বর্গাদি লোকও শ্রীনারায়ণের আনন্দের অংশের আভাসরূপ বলিয়া ঐ স্বর্গাদিলোককে ফলরূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন।